গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালক

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট বিভাগ, সিলেট

এবং

মহাপরিচালক

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-১০
অঙ্গীকারনামা	১১
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৩-১৫
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৬
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৭
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৮
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৯
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	২০
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	২১

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (নিজ দপ্তরের আওতাধীন ৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। অত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়। গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অত্র বিভাগের আওতাধীন কর্মীরা দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মানুষের কল্যাণ ও সেবায় নিয়োজিত। জনগণের দোরগোড়ায় অত্র অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সিলেট বিভাগে ২৯ টি ফায়ার স্টেশন চালু ছিল। ১৫৬ (সংশোধিত ১৪৩) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আরো ০৯ টি ফায়ার স্টেশনসহ মোট=৩৮টি ফায়ার স্টেশন চালু আছে। এছাড়াও সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরের (২৬ প্রকল্প) ৩.০০ একর এবং সিলেট বিভাগীয় ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ৫.০০ একর জমি বুঝে নিয়ে পিলার ও কাটাতার দিয়ে বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।

- ❖ সিলেট বিভাগের আওতাধীন ফায়ার স্টেশন কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮১৫ টি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪০ টি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৮২ টি, ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৭৫৯ টি অগ্নিনির্বাপণের ফলে মোট ৪৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
- ❖ অত্র দপ্তরের আওতাধীন স্টেশনসমূহ কর্তৃক যে কোন দুর্ঘটনা তাৎক্ষণিক মোকাবেলার জন্য দুর্ঘটনাপ্রবণ ০৩টি পয়েন্টে নিয়মিত টহল ডিউটি পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে অগ্নি-দুর্ঘটনাসহ যে কোন ধরনের দুর্ঘটনায় অতি দ্রুত সাড়া প্রদান করায় জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-দুর্ঘটনা, রেল দূর্ঘটনা, পাহাড় ধ্বস এবং ঘুর্ণিঝড় জলোচ্ছাস এবং জঙ্গি আস্তানাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় সফলতার সাথে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০২০ সালে ৪২৮জন, ২০২১ সালে ৫০৭ জন, ২০২২ সালে ৪০২ জন ও ২০২৩ সালে ৪১১ জনকে জীবিত উদ্ধার।
- ❖ অত্র দপ্তরের কর্মীদের মনোবল এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরের মাধ্যমে অগ্নি-নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের অগ্নি-নির্বাপণের জন্য অত্র বিভাগে ব্রেভহার্ট কোর্স, ফায়ারফাইটার সতেজকরণ, MFR & CSSR, Crush Programme চলমান আছে।
- ❖ ভূমিকম্প দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ করার জন্য USAR টিম এবং স্পেশাল ফায়ার ফাইটিং, ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন করা হয়েছে।
- ❖ অগ্নি-সেনাদের শারীরিক ফিটনেস রাখার জন্য ০১ টি ফায়ার স্টেশনে পিটি আইটেম স্থাপন করে মিনি ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে।
- ❖ এছাড়াও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করার জন্য CDMP ও অন্যান্য এন জি ও এর সহযোগিতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য জেলা শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভলান্টিয়ার তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৬৯৩০ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ অত্র দপ্তরের অগ্নিনির্বাপণ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৩ লক্ষ, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৩.৪২ লক্ষ, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৮.২৬ লক্ষ ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩৯.৬১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাব, পর্যাপ্ত হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা না থাকা, ট্রাফিক জ্যাম ও অপ্রসস্থ রাস্তাঘাটের কারণে অগ্নিনির্বাপণ কষ্টকর। বহুমাত্রিক ঝুঁকিপূর্ণ অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এবং বিদ্যমান আইন বিধি-বিধান না মেনে ভবন নির্মাণ ও আবাসিক এলাকায় কেমিক্যাল দোকান পাট, গোডাউন স্থাপনের ফলে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় দু:সাধ্য হয়ে পড়ছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ধার সরঞ্জামাদির স্বল্পতা, জনবল স্বল্পতাসহ নানাবিধ জটিলতা মোকাবেলার কারণে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে চলমান ০৪ টি ও নতুন প্রস্তাবিত ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলে সিলেট বিভাগে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৭টি এবং জনবলের সংখ্যা হবে প্রায় ১৩৫০ জন (দপ্তরসহ)। নৌ দুর্ঘটনায় দ্রুত উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ করে সিলেট বিভাগে আরোও ০৬টি ডুবুরী পদ সৃজন করা প্রয়োজন। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অত্র বিভাগের অধীনে যে সকল ফায়ার স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে তা জরুরী ভিত্তিতে চালুর ব্যবস্থা গ্রহন করা। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ বিদেশে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা চালু রাখা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ➢ অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রদান করা হবে;
- ➢ দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ১০০ ভাগ উদ্ধারপূর্বক চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর করা হবে;
- ➢ ৮৮৫টি অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া পরিচালনা করা হবে;
- ➢ অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৪২০টি বিভিন্ন শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে;
- ➢ অগ্নিনির্বাপণী মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৬০টি প্রতিষ্ঠানের জনবলকে প্রশিক্ষিত করা হবে;
- ➢ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ৯০০টি টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা করা হবে;
- ➢ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে ২৪৫ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ➢ প্রদানকৃত ফায়ার লাইসেন্স ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা হতে ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হবে;
- ➢ ২০টি ফায়ার স্টেশন পরিদর্শন করা হবে।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সিলেট বিভাগ, সিলেট

এবং

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: